তারিখ 24 OCT 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

# নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি!

## ঢাবির ৮ ছাত্র আটক

■ রাজশাহী ব্যুরো

অন্যের হয়ে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) সুপারভাইজার পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে এসে র‍্যাবের হাতে আটক হয়েছেন ১২ জন। তাদের মধ্যে জালিয়াত চক্রের চার হোতা ও চার ভুয়া পরীক্ষার্থী রয়েছেন। আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে চারজন মাইক্রোবাস চালককে ছেড়ে দেওয়া হয়। আটক ভুয়া পরীক্ষার্থীদের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থী।

রাজশাহী র‍্যাবের উপ-অধিনায়ক মেজর আবদুস সালাম জানান, গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে র‍্যাব সদস্যরা জালিয়াতদের সিন্ডিকেট পরিচালনাকারী চক্রের চারজন এবং অন্যের হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া চার ভুয়া পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে। অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সময় আটক চার ভুয়া পরীক্ষার্থী ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

# নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

হলেন– ঢাবি ইসলামের শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ও কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানার দুর্গাপুর গ্রামের গাজী রহমানের ছেলে মাইদুল ইসলাম (২৪), একই বিভাগের ছাত্র ও টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার খামারপাড়া এলাকার গফুর মিয়ার ছেলে সাইম আহমেদ (২৫), সমাজকল্যাণ বিভাগের ছাত্র ও চাঁদপুরের দালাদী গ্রামের জাফর তালুকদারের ছেলে ওসমান গনি (২৫) এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও ময়মনসিংহের ভালুকা থানার আঙ্গারগাড়া গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে নূর আলম (২৪)।

আটক সিন্ডিকেট পরিচালনাকারী চারজন হলেন– ঢাকা কলেজের অনার্সের ছাত্র ও নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ থানার পানিয়ালপুকুর এলাকার হাছিম উদ্দিনের ছেলে জাকির হোসেন (২৫), ঢাবি ছাত্র ও লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার তালুক দুলালী গ্রামের এলাহী রাব্বানীর ছেলে জাকির হোসাইন (২৫), ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল এলাকার মঞ্জুর রহমানের ছেলে ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আল মামুন (২৭) ও দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার রিয়াজনগর এলাকার মোফাখারুল ইসলামের ছেলে মোস্তফা কামাল (২৯)।

জেলা র‍্যাবের মিডিয়া অফিসার এএসপি তোফায়েল জানান, এই চক্রের মূল হোতা সোহেল রানা। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার জহুর আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি জনতা ব্যাংকের ফার্মগেট করপোরেট শাখায় কর্মরত আছেন। তাকে মামলায় আসামি করা হবে। র‍্যাব তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

গতকাল বিকেলে র‍্যাবের উপ-অধিনায়ক মেজর আবদুস সালাম আরও জানান, সিন্ডিকেট পরিচালনাকারী সদস্যরা চাকরিপ্রত্যাশীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের দিয়ে এ ধরনের অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে ওই সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে ওঠে। চক্রটি একজন প্রার্থীর কাছ থেকে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা নিয়ে থাকে চাকরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিনিময়ে। প্রার্থীর চাকরি না হলে শর্তে ৫০ হাজার টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে ঢাবির একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে দুই লাখ টাকা দেওয়া হতো। সুপারভাইজার পদে গতকালের পরীক্ষার জন্য ওই চক্র ৮০ জন চাকরিপ্রত্যাশীর কাছে চুক্তিবদ্ধ ছিল।

আবদুস সালাম আরও জানান, সোহেল-জাকির সিন্ডিকেট চাকরিপ্রার্থীর প্রবেশপত্র পাওয়ার পর ফটোশপের মাধ্যমে একটি নতুন ছবি তৈরি করে প্রবেশপত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশপত্র তৈরি করে নিত।

র‍্যাবের অভিযানে সিন্ডিকেট চক্রের ব্যবহৃত তিনটি মাইক্রোবাস, ১১টি মোবাইল ফোনসেট, ১২টি ভুয়া প্রবেশপত্র ও এক লাখ ১১ হাজার ৬৬০ টাকা আটক করে। এ ছাড়া জাকিরের ব্যবহৃত স্মার্টফোনের ৮০ ভুয়া পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত পরিচয় ও বিবরণ পাওয়া যায়।